গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
শৃঙ্খলা অধিশাখা
www.mohfw.gov.bd

নং-৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০৫২.২০১৮- ৪২ তারিখঃ ২৮.০১.২০১৯ খ্রিঃ

আদেশ

যেহেতু, ডাঃ মোঃ মনিরুজ্জামান (১১৩১২৫), ওএসডি, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা জনৈক লক্ষন বৈদ্য নামে একজন অসুস্থ রোগীকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, গৌরনদী, বরিশালে কর্মরত থাকাকালীন সময়ে ভূয়া মেডিকেল সনদপত্র (জখমী সনদপত্র) প্রদান করেছেন বিধায় তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ' এর দায়ে ১৬.০৯.২০১৮ তারিখে ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০৫২.২০১৮-৩২৮ নম্বর স্মারকে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কারণ দর্শানো নোটিস জারি করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা বিভাগীয় মামলার কারণ-দর্শানো নোটিসের জবাব প্রদান করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানীর প্রার্থনা করেন;

যেহেতু, তার জবাব পরীক্ষান্তে বিধান অনুযায়ী ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করা হয়;

যেহেতু, ডাঃ মোঃ মনিরুজ্জামান (১১৩১২৫) রোগী লক্ষণ বৈদ্যকে কোন ভুয়া মেডিকেল সার্টিফিকেট প্রদান করেননি। তদন্ত প্রতিবেদনে প্রদত্ত জবানবন্দীতে তিনি জানান যে ডাঃ নীহার রঞ্জন বৈদ্য অতি উৎসাহী হয়ে তার কোন মন্তব্য না নিয়ে মেডিকেল সার্টিফিকেট লিখে কাজের ভিড়ে তাকে দিয়ে সনদপত্রে স্বাক্ষর করিয়ে নেন;

সেহেতু, ডাঃ মোঃ মনিরুজ্জামান (১১৩১২৫), ওএসডি, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা এর উপর্যুক্ত বক্তব্য একজন সরকারি কর্মচারীর কর্তব্য সঠিকভাবে পালন না করার সামিল বলে প্রতীয়মান হয়। তবে মেডিকেল সনদপত্র প্রদান কমিটির সভাপতি যেহেতু তিনি ছিলেন না এবং এটি তার প্রথম অপরাধ, সেহেতু সার্বিক বিবেচনায় তাকে এবারের মত সতর্ক করে ভবিষ্যতে এ ধরনের কাজ থেকে বিরত থাকার নির্দেশ প্রদান করা হলো এবং বিভাগীয় মামলা হতে অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

২৪/০১/১৯
(মোঃ আসাদুল ইসলাম)
সচিব

নং-৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০৫২.২০১৮- ৪২/১(১০) তারিখঃ ২৮.০১.২০১৯ খ্রিঃ
অনুলিপিঃ সদয় অবগতি/অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যঃ

১। মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
২। পরিচালক (এমআইএস), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
৩। উপসচিব (পার-৩ অধিশাখা), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৪। উপপরিচালক (শৃঙ্খলা), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
৫। উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরমস ও প্রকাশনা অধিদপ্তর,তেজগাঁও, ঢাকা।
৬। সিভিল সার্জন, বরিশাল।
৭। উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, গৌরনদী, বরিশাল।
৮। সিস্টেম এনালিষ্ট, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় (মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইটে প্রকাশের জন্য)।
৯। সিনিয়র তথ্য কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
১০। ডাঃ মোঃ মনিরুজ্জামান (১১৩১২৫), ওএসডি, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা (স্থায়ী ঠিকানাঃ গ্রাম ও পোঃ-পিঙ্গালাকাঠী, উপজেলা- গৌরনদী, জেলা- বরিশাল)।

২৮/০১/১৯
(মোঃ ছরোয়ার হোসেন)
উপসচিব
ফোনঃ ৯৫৪৫০২৮

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
শৃঙ্খলা অধিশাখা
www.mohfw.gov.bd

নং-৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০৫২.২০১৮-৪৩ তারিখঃ ২৮.০২.২০১৯ খ্রিঃ

আদেশ

যেহেতু, ডাঃ মোঃ মাহাবুব আলম (১৩৪১০৪), মেডিকেল অফিসার, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, গৌরনদী, বরিশাল জনৈক লক্ষন বৈদ্য নামে একজন অসুস্থ রোগীকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, গৌরনদী, বরিশালে ভূয়া মেডিকেল সনদপত্র (জখমী সনদপত্র) প্রদান করেছেন বিধায় তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ' এর দায়ে ১৬.০৯.২০১৮ তারিখে ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০৫২.২০১৮-৩২৮ নম্বর স্মারকে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কারণ দর্শানো নোটিস জারি করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা বিভাগীয় মামলার কারণ-দর্শানো নোটিসের জবাব প্রদান করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানীর প্রার্থনা করেন;

যেহেতু, তার জবাব পরীক্ষান্তে বিধান অনুযায়ী ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করা হয়;

যেহেতু, ডাঃ মোঃ মাহাবুব আলম (১৩৪১০৪) জানান যে, রোগী লক্ষণ বৈদ্যকে তিনি পরীক্ষা নিরীক্ষা করে মেডিকেল সার্টিফিকেট প্রদান করেছেন, কোন ভুয়া এম সি প্রদান করেননি। তদন্ত প্রতিবেদনে প্রদত্ত জবানবন্দীতে তিনি জানান যে, ডাঃ নীহার রঞ্জন বৈদ্য জখমী সনদপত্র তাকে দেখাননি এবং তিনি প্রচলিত নিয়মানুসারে গতানুগতিকভাবে এম সি তে স্বাক্ষর করেছেন। উপর্যুক্ত বক্তব্য অসামঞ্জস্য এবং একজন সরকারি কর্মচারীর কর্তব্য সঠিকভাবে পালন না করার সামিল বলে প্রতীয়মান হয়;

এমতাবস্থায়, ডাঃ মোঃ মাহাবুব আলম (১৩৪১০৪), মেডিকেল অফিসার, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, গৌরনদী, বরিশাল তবে মেডিকেল সনদপত্র প্রদানের কমিটির সভাপতি যেহেতু তিনি ছিলেন না এবং এটি তার প্রথম অপরাধ, সেহেতু সার্বিক বিবেচনায় তাকে এবারের মত সতর্ক করে ভবিষ্যতে এ ধরনের কাজ থেকে বিরত থাকার নির্দেশ প্রদান করা হলো এবংবিভাগীয় মামলা হতে অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

২৪.০২.১৯
(মোঃ আসাদুল ইসলাম)
সচিব

নং-৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০৫২.২০১৮-৪৩/১(১০) তারিখঃ ২৮.০২.২০১৯ খ্রিঃ

অনুলিপিঃ সদয় অবগতি/অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যঃ

১। মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
২। পরিচালক (এমআইএস), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
৩। উপসচিব (পার-৩ অধিশাখা), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৪। উপপরিচালক (শৃঙ্খলা), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
৫। উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরমস ও প্রকাশনা অধিদপ্তর,তেজগাঁও, ঢাকা।
৬। সিভিল সার্জন, বরিশাল।
৭। উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, গৌরনদী, বরিশাল।
৮। সিস্টেম এনালিষ্ট, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় (মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইটে প্রকাশের জন্য)।
৯। সিনিয়র তথ্য কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
১০। ডাঃ মোঃ মাহাবুব আলম (১৩৪১০৪), মেডিকেল অফিসার, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, গৌরনদী, বরিশাল। (স্থায়ী ঠিকানাঃ গ্রাম- চরকেউটিয়া, পোঃ সাহেবের হাট, উপজেলা- বাকেরগঞ্জ, জেলা- বরিশাল)।

২৮.০২.১৯
(মোঃ ছরোয়ার হোসেন)
উপসচিব
ফোনঃ ৯৫৪৫০২৮

E:\momin\Order-2018\Realease from Charge.doc

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
শৃঙ্খলা অধিশাখা
www.mohfw.gov.bd

নং-৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০৭৭.২০১৮-৪৪ তারিখঃ ২৮.০১.২০১৯ খ্রিঃ

আদেশ

যেহেতু, ডাঃ প্রসেনজিত সাহা শুভ (১৩৬৬৭১), সহকারী সার্জন, নাজিরপুর ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র, মুলাদি, বরিশাল সংযুক্তঃ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, মুলাদী, বরিশালের গত ০১/১২/২০১৭ হতে ০৬/০৮/২০১৮ পর্যন্ত অননুমোদিতভাবে কর্মস্থলে অনুপস্থিত ছিলেন বিধায় তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(গ) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ' ও 'পলায়ন' এর দায়ে ০৩.১০.২০১৮ খ্রিঃ ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০৭৭.২০১৮-৩৪৬ নং স্মারকে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কারণ দর্শানো নোটিস জারি করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা বিভাগীয় মামলার কারণ-দর্শানো নোটিসের জবাব প্রদান করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানীর আবেদন করেন;

যেহেতু, গত ০৯.০১.২০১৯ খ্রিঃ তাঁর ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয় এবং অভিযুক্ত কর্মকর্তার বক্তব্য গ্রহণ ও লিপিবদ্ধ করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা ডাঃ প্রসেনজিত সাহা শুভ (১৩৬৬৭১) ব্যক্তিগত শুনানীতে সন্তোষজনক জবাব প্রদানে ব্যর্থ হয়েছেন এবং তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে; এবং এ জন্য তিনি দন্ড পাওয়ার যোগ্য;

সেহেতু, ডাঃ প্রসেনজিত সাহা শুভ (১৩৬৬৭১), সহকারী সার্জন, নাজিরপুর ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র, মুলাদি, বরিশাল সংযুক্তঃ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, মুলাদী, বরিশালের সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(গ) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরন' ও 'পলায়ন' এর অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় অভিযোগের গুরুত্ব ও প্রাসঙ্গিক সকল বিষয়াদি বিবেচনায় উক্ত বিধিমালার ৪(২)(খ) বিধি অনুযায়ী তার ৫টি বাৎসরিক বেতন বৃদ্ধি আগামী ৫ বছরের জন্য স্থগিত করার লঘু দন্ড আরোপ করা হলো এবং বিভাগীয় মামলাটি নিষ্পত্তি করা হলো। তার ৮ মাস ৫ দিন (০১/১২/২০১৭ খ্রিঃ হতে ০৬/০৮/২০১৮ তারিখ পর্যন্ত) কর্মস্থলে অননুমোদিত অনুপস্থিতির সময় পেনশনযোগ্য চাকুরিকাল হতে বাদ যাবে মর্মে মঞ্জুর করা হল। তিনি ভবিষ্যতে কোন বকেয়া প্রাপ্য সুবিধা দাবি করতে পারবেন না।

২। এই আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

২৮।০১।১৯
(মোঃ আসাদুল ইসলাম)
সচিব

নং-৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০৭৭.২০১৮-৪৪/১(১০) তারিখঃ ২৮.০১.২০১৯ খ্রিঃ

অনুলিপি অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলঃ

১। মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
২। পরিচালক (এমআইএস), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা (এমআইএস এর কম্পিউটার ও ডাটা সিটে সংরক্ষণ করার জন্য)।
৩ উপপরিচালক (শৃংখলা), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
৪। উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরমস ও প্রকাশনা অফিস,তেজগাঁও, ঢাকা। [পরবর্তী গেজেটে প্রকাশ ও প্রকাশিত গেজেটের ২০ (বিশ) কপি শৃংখলা অধিশাখায় প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো]
৫। সিভিল সার্জন, বরিশাল।
৬। উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, মুলাদী, বরিশাল।
৭। উপজেলা হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, মুলাদী, বরিশাল।
৮। সিস্টেম এনালিস্ট, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় (**মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইটে প্রকাশের জন্য**)।
৯। সিনিয়র তথ্য কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
১০। ডাঃ প্রসেনজিত সাহা শুভ (১৩৬৬৭১), সহকারী সার্জন, নাজিরপুর ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র, মুলাদি, বরিশাল সংযুক্তঃ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, মুলাদী, বরিশাল।
(স্থায়ী ঠিকানাঃ গ্রাম-মিরপুর, ইউনিয়ন-ময়নামতি, পোষ্ট-ময়নামতি বাজার, উপজেলা-বুড়িচং, জেলা-কুমিল্লা)।

২৮/০১/১৯
(মোঃ ছরোয়ার হোসেন)
উপসচিব
ফোনঃ ৯৫৪৫০২৮

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
শৃঙ্খলা অধিশাখা
www.mohfw.gov.bd

নং-৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০৫৯.২০১৮- ৪৫

তারিখঃ ২৮.০১.২০১৯ খ্রিঃ

আদেশ

যেহেতু, ডাঃ রুমানা হাসান শর্মী (১২২০১৬), ওএসডি, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা গত ১৫/০৭/২০১৪ হতে ০২/০৪/২০১৮ খ্রিঃ পর্যন্ত অননুমোদিতভাবে কর্মস্থলে অনুপস্থিত ছিলেন বিধায় তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(গ) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ' ও 'পলায়ন' এর দায়ে ০৫.০৮.২০১৮ খ্রিঃ ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০৫৯.২০১৮-২৭৩ নং স্মারকে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কারণ দর্শানো নোটিস জারি করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা বিভাগীয় মামলার কারণ-দর্শানো নোটিসের জবাব প্রদান করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানীর আবেদন করেন;

যেহেতু, গত ০৯.০১.২০১৯ খ্রিঃ তাঁর ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয় এবং অভিযুক্ত কর্মকর্তার বক্তব্য গ্রহণ ও লিপিবদ্ধ করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা ডাঃ রুমানা হাসান শর্মী (১২২০১৬) ব্যক্তিগত শুনানীতে সন্তোষজনক জবাব প্রদানে ব্যর্থ হয়েছেন এবং তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে এবং এ জন্য তিনি দন্ড পাওয়ার যোগ্য;

সেহেতু, ডাঃ রুমানা হাসান শর্মী (১২২০১৬), ওএসডি, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা এর সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(গ) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরন' ও 'পলায়ন' এর অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় অভিযোগের গুরুত্ব ও প্রাসঙ্গিক সকল বিষয়াদি বিবেচনায় উক্ত বিধিমালার ৪(২)(খ) বিধি অনুযায়ী তার ৫টি বাৎসরিক বেতন বৃদ্ধি আগামী ৫ বছরের জন্য স্থগিত করার লঘু দন্ড আরোপ করা হলো এবং বিভাগীয় মামলাটি নিস্পত্তি করা হলো। তার ১৫/০৭/২০১৪ থেকে ০২/০৪/২০১৮ মোট ৩ বছর ০৮ মাস ১৭ দিন কর্মস্থলে অননুমোদিত অনুপস্থিতির সময় পেনশনযোগ্য চাকুরিকাল হতে বাদ যাবে মর্মে মঞ্জুর করা হল। তিনি ভবিষ্যতে কোন বকেয়া প্রাপ্য সুবিধা দাবি করতে পারবেন না।

২। এই আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

২৪।০১।১৯
(মোঃ আসাদুল ইসলাম)
সচিব

নং-৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০৫৯.২০১৮- ৪৫ (১(৭)

তারিখঃ ২৮.০১.২০১৯ খ্রিঃ

অনুলিপি অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলঃ

১। মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
২। পরিচালক (এমআইএস), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা (এমআইএস এর কম্পিউটার ও ডাটা সিটে সংরক্ষণ করার জন্য)।
৩ উপপরিচালক (শৃংখলা), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
৪। উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরমস ও প্রকাশনা অফিস,তেজগাঁও, ঢাকা। [পরবর্তী গেজেটে প্রকাশ ও প্রকাশিত গেজেটের ২০ (বিশ) কপি শৃংখলা অধিশাখায় প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো]
৫। সিস্টেম এনালিস্ট, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় (**মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইটে প্রকাশের জন্য**)।
৬। সিনিয়র তথ্য কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
৭। ডাঃ রুমানা হাসান শর্মী (১২২০১৬), ওএসডি, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা
(স্থায়ী ঠিকানাঃ পিতা-মোঃ হাসান, বাসা-১৩, লালবাগ রোড, পোস্তা, লালবাগ, ঢাকা)।

২৮/০১/১৯
(মোঃ ছরোয়ার হোসেন)
উপসচিব
ফোনঃ ৯৫৪৫০২৮